ভোরের কাগজ

তারিখ ... 29-SEP 2005
পৃষ্ঠা 7 ... কলাম ৩

# পাসের হার অস্বাভাবিক বাড়লেও ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা সংকটে পড়বে

## কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন পাওয়া নিয়ে সংশয়

**কাজী সাইফুদ্দিন অভি :** এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার অস্বাভাবিক হারে বাড়লেও অনেক কলেজেরই শিক্ষার্থী সংকট কাটবে না। তবে অন্যান্য বছরের মতো এবার আর কলেজগুলোকে শিক্ষার্থীর জন্য হাহাকার করতে হবে না। গত প্রায় একযুগ ধরে তীব্র শিক্ষার্থী সংকটের কবলে পড়া কলেজগুলোর দুশ্চিন্তা কিছুটা হলেও কমেছে। এ বছর পাস করা শিক্ষার্থীর তুলনায় উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ৯ হাজার আসন বেশি থাকায় কিছু কলেজকে অবশ্য দুশ্চিন্তা করতেই হচ্ছে। আর এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানে গজিয়ে ওঠা সাইনবোর্ড সর্বস্ব কলেজগুলোর কর্তৃপক্ষ।

এদিকে পাসের হার এবং জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও সেরা কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ পাওয়া না পাওয়ার দোলাচলে ভুগছে শিক্ষার্থীরা। তাদের এখন একটাই চিন্তা সোনার হরিণ নামক

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

## পাসের হার অস্বাভাবিক

● প্রথম পাতার পর

একটি আসন দখল করে নিতে পারবে কিনা। বরাবরের মতো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও নামীদামি কলেজগুলোতে এবার ভর্তির জন্য তীব্র লড়াই করতে হবে শিক্ষার্থীদের। ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে তারা ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, গত প্রায় একযুগ ধরে এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার কম হওয়ায় অনেক কলেজই শিক্ষার্থী সংকটে ভুগছিল।

গত পাঁচ বছর ধরে পাসের হার জ্যামিতিক হারে পড়লেও শিক্ষার্থী সংকট থেকেই যাচ্ছিল কলেজগুলোতে। এ বছর পাসের হার অস্বাভাবিক হারে বাড়ার পরেও কলেজগুলোতে উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে ৯ হাজারের মতো আসন খালি থাকবে। এছাড়া প্রতি বছরই শিক্ষার্থীদের একটি অংশ উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাওয়ার ফলে শিক্ষার্থী সংকট সমস্যা শেষ হচ্ছে না। কিন্তু এবার পাসের হার গত ১২ বছরে সর্বাধিক হওয়ায় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ততোটা সমস্যায় পড়তে হবে না।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী দেশে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১ হাজার ৪০০টি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষার জন্য মোট আসন রয়েছে ২ লাখ ৫৩ হাজার ৫৩৫টি। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েটসহ ২১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন রয়েছে ২৫ হাজার ২৩৫টি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি কলেজগুলোতে আসন রয়েছে ১ লাখ ১০ হাজার ৫৬১টি। সরকারি-বেসরকারি কলেজগুলোতে অনার্স পর্যায়ে ভর্তির জন্য আসন রয়েছে ৯০ হাজার ৬টি। ১৩টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ১ হাজার ৪০০টি, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩ হাজার ৩৩৩টি আসন রয়েছে। ৩৫টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, লেদার টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল কলেজসহ অন্যান্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরো ৩ হাজার আসন রয়েছে। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিপ্লোমা ডিগ্রির জন্য ৩৭টি ইনস্টিটিউট রয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত আলিম পরীক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও ডিপ্লোমা ইন কমার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের অনেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে সাধারণ শিক্ষায় প্রবেশ করার পরেও কিছু কলেজে শিক্ষার্থী সংকট কাটিয়ে উঠতে এবারো ব্যর্থ হবে।

এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় ৭ বোর্ডে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৫ হাজার ৫০৯ জন শিক্ষার্থী। জিপিএ ৪ থেকে ৫ এর মধ্যে পেয়েছে ৩৬ হাজার ৬৭৬ জন, জিপিএ ৩ দশমিক ৫ থেকে ৪ এর মধ্যে পেয়েছে ৩৯ হাজার ২৬৩ জন পরীক্ষার্থী। অর্থাৎ জিপিএ ৫ থেকে ৩ দশমিক ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮১ হাজার ৪৩৮ জন। তবে জিপিএ ১ থেকে ২ পর্যন্ত ফলাফল অর্জনকারী ১ লাখ ১৪ হাজার ১০৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে অধিকাংশকেই ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হতে হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়।

এখন দেশের শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা শুরু হয়েছে। শিক্ষার্থীদের একটিই চিন্তা সোনার হরিণ নামক একটি আসনে জায়গা করে নিতে পারবো তো?